ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখকে হত্যার হুমকি, আরও যা জানা গেল

পৃঃ ৫

আগামী বছর কেরালায় খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১৯ ● কলকাতা ● ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কালীঘাটের বৈঠকে অনুব্রতর কথা শুনতে চাইলেন মমতা, কী বললেন কেষ্ট?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মধ্যমণি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপাশে দলের দীর্ঘদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান নেতারা।সংগঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা চলছে। এই মঞ্চ থেকে কিছুটা দূরে দর্শকাসনে বসে মমতার 'প্রিয়' ভাই কেষ্ট। গরু পাচার মামলায় জামিন পেয়ে প্রায় ২ বছর পর নিজভূমে ফিরেছেন অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূমে দলে জেলা সভাপতি।

তবে কালীঘাটে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের বৈঠকে মমতা-অনুব্রতর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক কথাবার্তা নয়, একেবারে সাধারণ কথোপকথন হল। তিনি জানতে চাইলেন, ”কেমন আছিস কেষ্ট? শরীর ঠিক আছে?” জবাবে অনুব্রত মণ্ডল জানালেন, ”হ্যাঁ আমি শরীর ঠিক আছে।” এর পর আলোচনার মাঝে অনুব্রতর উদ্দেশে দলনেত্রী ফের প্রশ্ন করেন, ”কিছু বলবি কেষ্ট? তাতে তিনি জানান, তাঁর কিছু বলার নেই।” তবে এতদিন পর হলেও দলনেত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ একাধিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।সোমবার তাঁকেই কালীঘাটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সূত্রের খবর, সোমবার বৈঠক চলাকালীন প্রথমে অনুব্রতর কাছে কুশল সংবাদ নেন মমতা। তার পর জানতে চান, ”কিছু বলবি, কেষ্ট?” সবিনয়ে বীরভূমের দাপুটে নেতা জানালেন, তাঁর কিছু বলার নেই।পুজোর আগে দিল্লির তিহাড় জেল থেকে অনুব্রত বীরভূমে ফেরার পর

এরপর ৩ পাতায়

আর জি করের নির্যাতিতার বাবা মা গেলেন বিধানসভায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডের তদন্ত চলেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে - এই অভিযোগ সর্বস্তরে। নির্যাতিতার বাবা মাকে প্রায় প্রতিদিন যেতে হচ্ছে আদালতে। এই অবস্থাতেই আজ সজল ঘোষের সঙ্গে তিলোত্তমার বাবা ও মা পৌঁছান বিধানসভায়। আরজি কর মেডিক্যালে ধর্ষণ ও খুন হওয়া মহিলা চিকিৎসকের বাবা মা ঘটনার কয়েকদিন পরেই রাজ্য সরকারের ওপর চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, সিভিক ভলান্টিয়ারকে বলির পাঁঠা করে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ভাইফোঁটার দিন সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে তাঁর বাবা - মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শুভেন্দুবাবু। এবার তাঁরা বিধানসভায় এলেন বিরোধী দলনেতার

এরপর ৩ পাতায়

পদত্যাগ করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন একনাথ শিন্ডে। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর)

দুপুরে দুই ডেপুটি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও অজিত পওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। ইস্তফা গ্রহণ করলেও নতুন সরকার গঠিত না হওযা পর্যন্ত শিন্ডেকেই অন্তবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার পরেই মহায়ুতি জোটের তরফ থেকে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন শিবসেনা (শিন্ডে সেনা) প্রধান।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে মহায়ুতি জোটের সুনামি বয়ে গিয়েছে। ২৮৮টি আসনের মধ্যে ২৩৫টি আসন কব্জা করেছে মহায়ুতি। বিজেপি একাই জয়ী হয়েছে ১৩২ আসনে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ৫৭টি এবং অজিত পওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি ৪১টি আসনে জয়ী হয়েছে। বৃহত্তম দল হিসাবে বিজেপির তরফেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের আসন ছাড়তে নারাজ শিন্ডে। তার অনুগামীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শিন্ডের কাজকর্ম দেখেই মরাঠা রাজ্যের ভোটাররা মহায়ুতিকে ভোট দিয়েছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে সফল প্রশাসক হিসাবে শিন্ডেকেই রেখে দেয়া দরকার। এদিন শিবসেনা নেত্রী শীতল মাহাত্রে সেই কথাটি খুল্লামখুল্লাই জানিয়েছেন।

যদিও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব দাবি জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদে দলের কোনও নেতাকেই বসাতে হবে। দেবেন্দ্র ফড়নবিশ না হলে অন্য কোনও অভিজ্ঞ নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসানো হোক।

সূত্রের খবর, শিন্ডে যদি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে শিবসেনাকে বাদ রেখে অজিত পওয়ারের দলকে সঙ্গে নিয়েই নতুন সরকার গঠন করা হোক। কেননা, দুই দলের মিলিত বিধায়ক সংখ্যা ১৭৩। তাছাড়া বিরোধী শিবিরের বেশ কয়েকজন বিধায়কও নিজেদের স্বার্থে মহায়ুতিকে সমর্থন জানাবে।

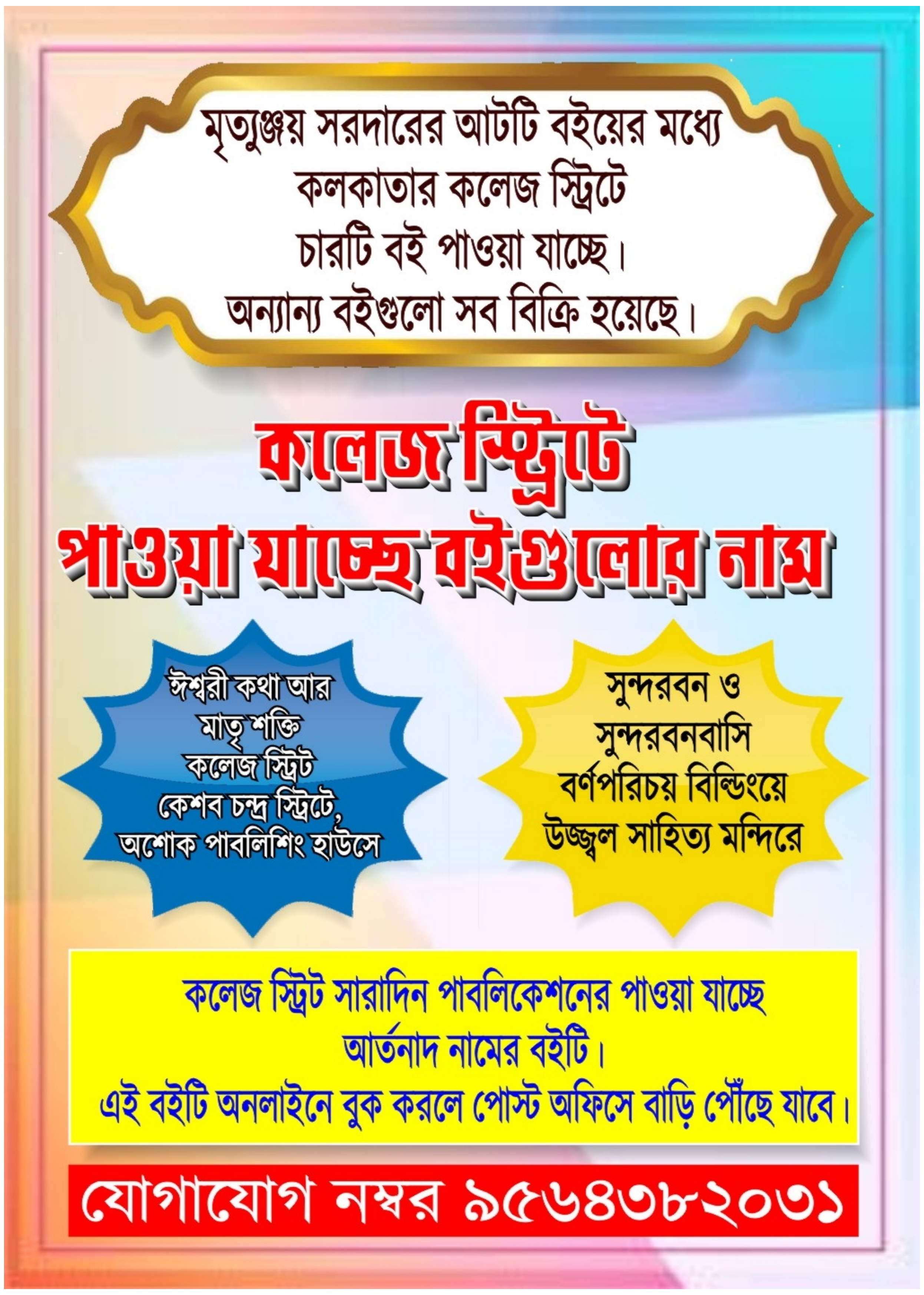

তথ্য প্রযুক্তিতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে কলকাতা - বাবুল সুপ্রিয়

বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় এক আলোচনায় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে কলকাতায় বছরে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আই টি সেক্টর। ফলে কর্ম সংস্থান বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্রন্ট অফিস ও ব্যাক অফিস সিস্টেম চালু হওয়ায় ব্যাক অফিসে প্রচুর কর্ম সংস্থান হচ্ছে। আর তা দেখেই আসতে শুরু করেবে বিরাট বিদেশি লগ্নি।

তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকে দেশের প্রথম সারিতে তুলে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই শিল্পের হাত ধরেই আসছে অন্যান্য অনেক কর্ম সংস্থান। তিনি বলেন এই শিল্পের অগ্রগতির জন্য রাজ্যের তিনটি নতুন নীতি বিশেষ সহায়তা করছে। তিনটি নীতি হলো - ড্রোন নীতি, সেমি-কনডাক্টর নীতি ও গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার। এর ফলেই এই প্রযুক্তিতে বিদেশি লগ্নি অনেকটা বাড়ার রাস্তায় তৈরী হয়েছে। তিনি জানান, ওয়েবল নিউটাউনে প্রায় ২০০ একর জমিতে সিলিকন ভ্যালি তৈরী করছে। ইমফোসিস, রিলায়েন্স থেকে শুরু করে অনেকেই সেখানে জমি নিয়ে বাণিজ্য শুরু করতে চলেছে।

তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ টেলিকমের মতো বিশ্বের তৃতীয় বড়ো সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলেছে। কিছুদিন আগেই সেই ব্যাপারে কথা বলতে ১৭ জন ব্রিটিশ প্রতিনিধি কলকাতায় এসেছিলেন। আল্প দিনের মধ্যেই তথ্য প্রযুক্তিতে কলকাতা হয়ে উঠবে ভারতের প্রথম শহর।

বিচার ব্যবস্থা বিরোধীদের 'হাতের পুতুল' নয়, রাহুলের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা চন্দ্রচূড়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে ফের মুখ খুললেন অবসরপ্রাপ্ত দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেন বিচার বিভাগের কাজের দায়িত্ব বিরোধীরা তাঁদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে ভারতের বিচার ব্যবস্থা ঠিক কী তা স্পষ্ট করে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি।

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার প্রধান কাজ আইনের যাবতীয় খুঁটিনাটি যাচাই করা। কিন্তু সবসময় মাথায় রাখা উচিত যে সংসদ বা রাজ্য আইনসভায় বিচারব্যবস্থা কখনওই বিরোধীদের ভূমিকা পালন করবে না।

তিনি মনে করিয়ে দেন, গণতন্ত্রে বিরোধীদের জন্য সবসময় একটা আলাদা জায়গা রয়েছে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জানান, 'আমি বিরোধী দলনেতার মন্তব্য নিয়ে কোনও আলোচনায় যেতে চাইছি না। এখন সেই আলোচনার সময়ও নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা কখনওই মনে করা উচিত নয় যে আইনসভায় বিচার বিভাগ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে বা সেফ গার্ড হিসাবে কাজ করে।' তবে আইনকে কোনওভাবেই হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় বলে জানিয়েছেন চন্দ্রচূড়। স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আইন ও সংবিধানের সম্পর্ক কি তা খতিয়ে দেখাই আমাদের কাজ। কিন্তু মানুষ অনেক সময় আইন নিজের হাতে তুলে নেন এবং সেটির মর্যাদাহানি করেন। যা একেবারেই উচিত নয়।' সম্প্রতি রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেন, 'আমরা বিরোধী দল। নিজেদের সমর্থন এবং কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে আমাদের একাধারে মিডিয়া, বিচার বিভাগ ও তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে হয়। সেই প্রসঙ্গে এবার পাল্টা দিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে কেটেছে ঠিক দু'সপ্তাহ। কিন্তু তার পরেও 'শিরোনামে' থাকছেন সেই তিনিই। কারণ একটাই, তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে তাঁর মতাদর্শ- সবকিছু নিয়েই চলছে চর্চা। দিনদু'য়েক আগেই প্রশ্ন উঠেছিল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কি এবার রাজনীতিতে যোগ দেবেন? প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি 'না' বলে জানিয়ে দেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

মহিশুরের বীর শাসক টিপু সুলতান কি হিন্দুবিরোধী ছিলেন?

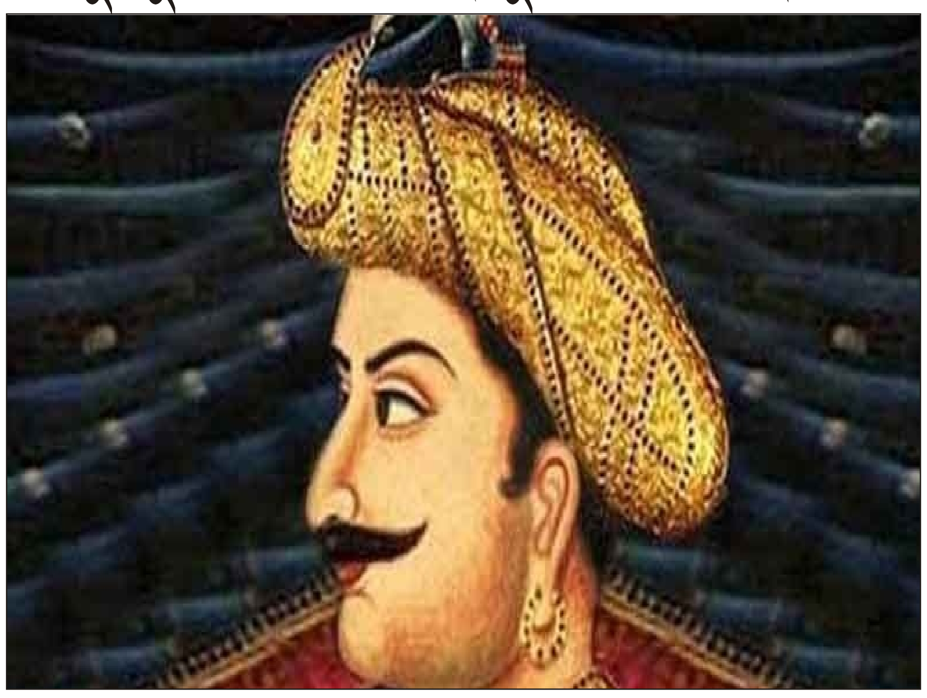

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ থেকে ২৭০ বছর আগে মহীশুরের (বর্তমান কর্ণাটক) সুলতান হায়দার আলীর ঘরে জন্ম হয় টিপু সুলতানের। মৃত্যুর বহু বছর পরও তার শাসন, সাহসিকতা, বীরত্বগাঁথা এবং ন্যায়নীতির কথা মানুষ আলোচনা করে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ কর্নেল মার্ক উইলকেস লিখেছেন, টিপু সুলতান তার বাবা হায়দার আলীর চেয়ে উচ্চতায় খাটো ছিলেন। তাদের রং ছিল কালো। চোখ ছিল বড় বড়। দেখতে ছিলেন একদমই সাধারণ এবং পোশাক-আশাকও ছিল বেশ সাদামাটা। তিনি তার সঙ্গীদেরও এভাবেই চলতে বলতেন।

তাকে বেশিরভাগ সময় ঘোড়ায় চড়তে দেখা যেত। তিনি ঘোড়সওয়ারকে একটি মহান শিল্প বলে মনে করতেন এবং এতে তিনি বেশ দক্ষও ছিলেন। পালকিতে চড়ে বেড়ানো ছিল তার ভীষণ অপছন্দের। টিপু সুলতানের ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় ব্রিটিশ লাইব্রেরির 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ টিপু সুলতান'স কোর্ট' নামে একটি বইতে।

টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর তার সচিব মুহাম্মদ কাসিম এক ইংরেজ ইতিহাসবিদকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন । বইতে লেখা আছে, টিপু মাঝারি উচ্চতার ছিলেন। তার মাথা ছিল চওড়া। নাক উঁচু এবং পাতলা কোমর ছিল। তার গোঁফ ছোট করে ছাটা ছিল এবং তিনি কখনো দাড়ি রাখতেন না। মুখ ছিল পরিষ্কার। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সবুজ পাগড়ি পরা তার একটি চিত্রকর্ম রয়েছে। সেখানে দেখা যায় তিনি রুবি এবং মুক্তো দিয়ে জড়ানো সবুজ আলখাল্লা পরে আছেন। কোমরে বাঘের ডোরাকাটা বন্ধনী, বাহুতে বাঁধা বেল্টে একটি লাল খাপের মধ্যে তলোয়ার ঝুলছে। ভারতের মহীশুরের সাবেক শাসক টিপু সুলতানকে শুধু একজন সাহসী ও দেশপ্রেমিক শাসক হিসেবেই নয় বরং ধর্মীয় সহনশীলতার পথিকৃৎ হিসেবেও স্মরণ করা হয়।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন দিয়েছেন

কিন্তু কিছু সময়ের জন্য, বিজেপি নেতারা এবং ডানপন্থী মতাদর্শের ইতিহাসবিদরা টিপু সুলতানকে একজন নিষ্ঠুর এবং হিন্দু বিরোধী মুসলমান সুলতান হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। টিপুকে হিন্দুদের গণহত্যাকারী শাসক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কর্ণাটকের বিগত নির্বাচনি প্রচারের সময় টিপু সুলতান রাজ্যের নায়ক নাকি হিন্দু-বিরোধী অত্যাচারী তা নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। টিপু সুলতানকে মহীশুর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে শ্রীরঙ্গপত্তনমে একটি সুন্দর সমাধিতে তার বাবা হায়দার আলী এবং মা ফাতিমা ফখরুল-নাসার পাশে সমাহিত করা হয়।

শ্রীরঙ্গপত্তনম ছিল টিপুর রাজধানী এবং এই শহরে টিপুর শাসনামলের অনেক প্রাসাদ, ভবন এবং বিভিন্ন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এতো বিতর্ক সত্ত্বেও, হাজার হাজার মানুষ এখনও টিপুর সমাধি এবং তার প্রাসাদ দেখতে শ্রীরঙ্গপত্তনমে যান। জনগণের মনে, মহীশুরের টিপু এখনও একজন দেশপ্রেমিক বীর যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন দিয়েছেন এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক।

১৮শ শতকে মহীশুরের শাসক টিপু সুলতান ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। ইতিহাসবিদরা জানান, ১৭৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জেনারেল জর্জ হ্যারিসের নেতৃত্বে ২১ হাজার সৈন্য ভেলোর থেকে মহীশুর পর্যন্ত যাত্রা করে। ২০ মার্চ, ১৬ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আম্বারের কাছে তাদের সাথে যোগ দেয়। কুনুরের কাছে জেনারেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে দলছুট ৬ হাজার ৪২০ সৈন্যের একটি দলও এতে যোগ দেয়। তারা সবাই মিলে সারঙ্গাপত্তনমে টিপু সুলতানের দুর্গ আক্রমণ করে।

ধীরে ধীরে তারা সেরঙ্গাপত্তনম দুর্গ ঘেরাও করে এবং ১৭৯৯ সালের ৩ মে তারা কামান দিয়ে আক্রমণ করে রাজধানীর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ইংরেজ সৈন্যরা পরিখা অতিক্রম করে দূর্গ দখলে নেয়। মার্ক উইলকেস লিখেছেন, টিপু সুলতান চাইলে যুদ্ধক্ষেত্র

এরপর ৪ পাতায়

শীতকালীন অধিবেশনে ছড়াবে উত্তাপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের শীতকালীন সংসদ অধিবেশনে আদানি ঘুষকাণ্ড, মণিপুর পরিস্থিতি ও ওয়াকফ বিল নিয়ে বিরোধিতার আভাস পাওয়া গেছে। সংগত কারণেই অধিবেশন উত্তপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি অনুমান করতে পেরে অধিবেশন শুরুর আগে জানান, 'মানুষ বারবার যাদের প্রত্যাখ্যান করছে, তারাই অন্যের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে এবং সংসদে গোলমাল করছে। এ কারণে নতুন সদস্যরা কথা বলার সুযোগ পাচেছন না। প্রত্যাখ্যাতরা তাদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। অথচ সংসদের কাজ হলো আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে মানুষের সমস্যা তুলে ধরা, বিল পাস করা।'

বিগত অধিবেশনে ওয়াকফ বিল আনা হয়। মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে তার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বিরোধী দলগুলোও ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতায় সরব হয়। বিলটি আরও বিবেচনার জন্য সরকার সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। এবারের অধিবেশনে সেই কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনার পর ভোটাভুটি হওয়ার কথা। কিন্তু নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মণিপুর পরিস্থিতি নিয়েও বিরোধীরা সরব অধিবেশনে আলোচনা তুলবেন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তপ্ত হওয়ার শঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রে আদানি ঘুষকাণ্ড নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত উদ্যোগপতি গৌতম আদানি ও তার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে ঘুষ দিয়ে প্রকল্প আদায় এবং সেই তথ্য গোপন করে বন্ড মারফত যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। সেই অপরাধে গৌতম আদানি ও তার আত্মীয় সাগর আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আদানি প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আদানিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা ও উদাসীনতা বিশ্বের কাছে ভারতের মাথা নিচু করে দিয়েছে। এর জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে।

মোদি-আদানি ঘনিষ্ঠতা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে কংগ্রেসসহ বিরোধীরা অনেক দিন ধরেই সরব। কিন্তু ঘটনা হলো, এখনও সংসদের কোনো কক্ষেই আদানি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সংসদে আদানি-মোদি সম্পর্ক নিয়ে গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের পদক্ষেপের পর বিজেপি বলেছে, ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে সুপরিকল্পিতভাবে এসব আজগুবি অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

Tender is invited though offline Bid System vide **NIT No. 09/Rampara-I GP/2024-25, 10/Rampara-I GP/2024-25, 11/Rampara-I GP/2024-25** with vide **Memo No.-280/ Ram-I/5th SFC (Untied)/2024-25, 281/Ram-I/5th SFC (Tied)/ 2024-25 & 282/Ram-I/15th CFC (Untied)/ 2024-25 Dated:- 26-11-2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **09-12-2024 up to 12.00 NOON Hours**. Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

দুই মাসের শিশুকে তুলে দেয়া হলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নদীয়া জেলার নবদ্বীপ পৌরসভা এলাকার রানির ঘাট সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে দুই মাসের শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে গিয়েছিল অপরিচিত এক দম্পতি। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও পুত্র সন্তানটিকে কেউ নিয়ে না যাওয়াতে মালিকের স্ত্রী সারারাত ওই শিশুটিকে নিয়ে বসে থাকেন। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ শে নভেম্বর। ওই রাতেই নবদ্বীপ থানায় খবর দেওয়া হয়, পুলিশের সহযোগিতায় নবদ্বীপ হাসপাতালে শিশু সন্তানটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। নবদ্বীপ হাসপাতাল সূত্রে খবর হাসপাতালে শিশু বিভাগে ভর্তি রাখা হয়। নবদ্বীপ হাসপাতালের সুপার অনঘ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন শিশুটিকে দেখভালের জন্য চাইল্ডলাইনে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এমত অবস্থায় যোগাযোগের মাধ্যম দিয়ে রানাঘাটে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে তুলে দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে। সুপার আরো বলেন, ছয় দিন শিশুটিকে হাসপাতালে শিশু বিভাগের সমস্ত চিকিৎসক নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা পরিচর্যা করেছেন। সোমবার শিশুটিকে চাইল্ড লাইনের কাছে হাসপাতলের চিকিৎসকরা অ্যাম্বুলেন্স মেডিকেল টিম এবং পুলিশ পাহারায় শিশুটিকে রানাঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শিশুটির পরিচর্যার জন্য চাইল্ড লাইন মাধ্যম রানাঘাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে তুলে দেওয়া হয় বলে নবদ্বীপ হাসপাতাল সূত্রে খবর।

অটল উদ্ভাবন মিশন চালু রাখায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতি আয়োগের আওতায় চলা অগ্রণী প্রয়াস, অটল উদ্ভাবন মিশন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর কাজের পরিধি আরও বাড়িয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৮ সময়কাল পর্যন্ত এর জন্য ২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভারতের প্রাণবন্ত উদ্ভাবন ও উদ্যোগ পরিমণ্ডলকে আরও প্রসারিত, শক্তিশালী এবং গভীর করার যে লক্ষ্য বিকশিত ভারতের রয়েছে, অটল উদ্ভাবন মিশন ২.০ সেই দিকেই এক পদক্ষেপ।

ভারতের উদ্ভাবন ও উদ্যোগ পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করে তোলার যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই অনুমোদন তাকে আরও জোরদার করলো। ভারত বর্তমানে বিশ্ব উদ্ভাবন সূচকে ৩৯তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে এখানে। অটল উদ্ভাবন মিশনে পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। এর ফলে, উন্নত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পণ্য এবং উন্নত গুণমানের পরিষেবা সুনিশ্চিত হবে। অটল উদ্ভাবন মিশন ১.০-তে অটল টিঙ্কারিং ল্যাব, অটল ইনকিউবেশন সেন্টারের মতো যেসব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে এই মিশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুণগত পরিবর্তন আনা হবে। অটল উদ্ভাবন মিশনের প্রথম সংস্করণে উদ্ভাবনী পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ভাবনী পরিমণ্ডলের মধ্যে ফারাক ঘোচানোর লক্ষ্যে নতুন প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া হবে। এই কাজে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, শিল্পমহল, শিক্ষামহল ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সামিল করা হবে।

অটল উদ্ভাবন মিশন ২.০-তে ভারতের উদ্ভাবনী ও উদ্যোগ পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে তিনটি উপায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (১) ইনপুটের পরিমাণ বৃদ্ধি (অর্থাৎ উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ানো), (২) 'থ্রুপুট' বা সাফল্যের হার বৃদ্ধি (অর্থাৎ আরও বেশি স্টার্টআপ-কে সফল হতে সাহায্য করা), (৩) 'আউটপুট'-এর গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো (অর্থাৎ আরও ভালো কাজের সুযোগ, পণ্য ও পরিষেবা সৃষ্টি)।

ইনপুট বাড়ানোর জন্য দুটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে:

- ল্যাঙ্গুয়েজ ইনক্লুসিভ প্রোগ্রাম অফ ইনোভেশন (LIPI)- যেসব উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী ইংরেজি ভাষায় স্বচ্ছন্দ নন, তাঁরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য দেশের ২২টি তপশিলভুক্ত ভাষায় এই কর্মসূচি চালানো হবে। এর আওতায় ইনকিউবেটরগুলিতে ৩০টি মাতৃভাষা ভিত্তিক উদ্ভাবন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ভ জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজ্য ও ব্লকগুলির জন্য সীমান্ত কর্মসূচির আওতায় তাদের চাহিদা মতো উদ্ভাবন ও উদ্যোগ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হবে। এইসব এলাকায় দেশের ১৫ শতাংশ নাগরিক বাস করেন। সুনির্দিষ্ট উন্নয়নের জন্য গড়ে তোলা হবে আড়াই হাজার নতুন অটল টিঙ্কারিং ল্যাব।

থ্রুপুট-এর উন্নয়নের জন্য চারটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে:

- উচ্চমানের পেশাদার সৃষ্টির জন্য চালু হচ্ছে মানব মূলধন উন্নয়ন কর্মসূচি। এতে প্রাথমিকভাবে ৫ হাজার ৫০০ জন পেশাদার সৃষ্টির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- গবেষণাভিত্তিক গভীর প্রযুক্তির স্টার্টআপগুলির বাণিজ্য সফলতা পরীক্ষা করে দেখতে ডিপটেক রিয়্যাকটর গড়ে তোলা হবে।
- রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে স্টার্টআপ পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করতে চালু হবে স্টেট ইনোভেশন মিশন্ ঝওগ. এটি নীতি আয়োগের স্টেট সাপোর্ট মিশনের অন্তর্গত হবে।
- ভারতের উদ্ভাবনী ও উদ্যোগ পরিমণ্ডলকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে। এজন্য চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। (১) বার্ষিক গ্লোবাল টিঙ্কারিং অলিম্পিয়াড, (২) উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ১০টি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রকল্প, (৩) জ্ঞান সংক্রান্ত অংশীদার হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া, (৪) স্টার্টআপ২০ এনগেজমেন্ট গ্রুপ-এর চালনা।

আউটপুটের উন্নয়নে দুটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে:

- উন্নত স্টার্টআপগুলির উন্নয়নের জন্য শিল্পমহলের অংশগ্রহণ বাড়াতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসিলারেটর প্রোগ্রাম। এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অন্তত ১০টি করে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকসিলারেটর গড়ে তোলা হবে।
- প্রধান শিল্পক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ যাতে স্টার্টআপগুলির কাছ থেকেই পণ্য ও পরিষেবা কেনে, সেজন্য অটল সেকটোরাল ইনোভেশন লঞ্চপ্যাড কর্মসূচির আওতায় রউঊচ-এর মতো প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা। প্রধান মন্ত্রকগুলিতে অন্তত ১০টি করে লঞ্চপ্যাড গড়ে তোলা হবে।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 05/Rampara-I GP/2024-25, 06/Rampara-I GP/2024-25, 07/Rampara-I GP/2024-25** & **08/Rampara-I GP/2024-25** with vide **Memo No. - 276/Ram-I/5th SFC (Untied)/ 2024-25, 277/Ram-I/5th SFC (Tied)/2024-25, 278/ Ram-I/15th CFC (Untied)/2024-25** & **279/Ram-I/15th CFC (Tied)/ 2024-25 Dated:- 25-11-2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last Date of Application **06-12-2024 up to 2.00 pm Hours.** Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet

শশীকান্ত রুইয়া-র প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শিল্প জগতের বিশাল ব্যক্তিত্ব শশীকান্ত রুইয়া-র প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন। উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে উচ্চমান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন:

"শিল্প জগতে শশীকান্ত রুইয়া জি ছিলেন একজন বড় ব্যক্তিত্ব। তাঁর দূরদৃষ্টিমূলক নেতৃত্ব এবং অবিচল সংকল্প ভারতের ব্যবসা জগতের প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে। উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তিনি উচ্চমান রেখে গিয়েছেন। তিনি সর্বদা নানা বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন এবং আমাদের দেশকে কী করে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে সবসময় আলাপ-আলোচনা করতেন। শশীজি-র প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকের এই সময়ে তাঁর পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের বৈঠকে অনুব্রতর কথা শুনতে চাইলেন মমতা, কী বললেন কেষ্ট?

পরই সেখানে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়ের সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি। এর পর অবশ্য জেলা রাজনীতিতে বেশ কিছু ওঠাপড়া হয়েছে। জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ অনুগামীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা থেকে সংঘর্ষে জড়াতে দেখা যাচ্ছিল অপর গোষ্ঠীকে। জেলা সংগঠন চালানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া কোর কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও কিছুটা সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে দলনেত্রীর নির্দেশ মেনে বৈঠক করে কোর কমিটি। তাতে অনুব্রত মণ্ডলকে সদস্য করে নেওয়া হয়। এর পর সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে যোগ দিতে অনুব্রতকে ডেকে পাঠান মমতা। যদিও অনুব্রত এই কমিটির সদস্য নন। তাই এভাবে তাঁকে তলব করায় একাধিক সম্ভাবনা উসকে উঠেছিল।

১-ম পাতার পর

আর জি করের নির্যাতিতার বাবা মা গেলেন বিধানসভায়

সঙ্গে দেখা করতে। তারা নিজেদের অভিজ্ঞাতা শেয়ার করতে চান বিরোধী দল নেতার সঙ্গে। তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেন, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ আরজি করের নির্যাতিতার মা - বাবাকে নিয়ে গাড়িতে করে বিধানসভার প্রধান ফটকে হাজির হন সজল ঘোষ। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদের টাউন হলের দিক থেকে ঢুকতে বলেন। এর পর গাড়ি ঘুরিয়ে টাউনহলের দিক থেকে বিধানসভায় ঢোকেন নির্যাতিতার বাবা - মা। সোজা চলে যান বিরোধী দলনেতার কক্ষে। সেখানে আরজি করকাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন জারি রাখতে অনুরোধ করেন নির্যাতিতার বাবা। সঙ্গে আলাদতের লড়াইয়েও সহযোগিতা চান। সুবিচার আদায় করতে আন্দোলন জারি রাখা অত্যন্ত দরকারি বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁদের সম্পূর্ণভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, সুবিচারের দাবিতে বিজেপির সমস্ত বিধায়ক সক্রিয় থাকবেন।

অরুণাচল প্রদেশে শি ইয়োমি জেলায় ১৮৬ মেগাওয়াটের ট্যাটো-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নতুন দিল্লি, ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি অরুণাচল প্রদেশে শি ইয়োমি জেলায় ১৮৬ মেগাওয়াটের ট্যাটো-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য ১৭৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। ৫০ মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

১৮৬ মেগাওয়াট (৩x৬২ মেগাওয়াট)-এর এই প্রকল্প থেকে ৮০ কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এই বিদ্যুৎ অরুণাচল প্রদেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জাতীয় গ্রিডে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সঙ্গে নর্থ ইস্টার্ন ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (এনইইপিসিও) যৌথভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। সড়ক, সেতু ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ৭৭.৩৭ কোটি টাকা বাজেট সহায়তা হিসেবে দেবে। এছাড়া রাজ্যের ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ দেওয়া হবে ১২০.৪৩ কোটি টাকা। এখান থেকে রাজ্য ১২ শতাংশ বিদ্যুৎ বিনামূল্যে পাবে, আরও ১ শতাংশ পাওয়া যাবে স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল বাবদ। এছাড়া এই প্রকল্পের সুবাদে ওই অঞ্চলের পরিকাঠামো ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু ও সড়ক গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় মানুষজন এগুলি ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করবেন। এছাড়া ওই এলাকায় গড়ে উঠবে হাসপাতাল, স্কুল, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাজার, খেলার মাঠের মতো বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো। এজন্য প্রকল্পের তহবিল থেকে ১৫ কোটি টাকা আলাদা করে সরিয়ে রাখা হবে। স্থানীয় মানুষজন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিপূরণ এবং কোম্পানীগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির সুফলও ভোগ করবেন তারা।

এক দেশ এক সদস্যতা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এক দেশ এক সদস্যতা প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডিজিটাল মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা নিবন্ধ এবং পত্রিকা এনে দেওয়া হবে জ্ঞানপিপাসুদের হাতের নাগালে।

এ বাবদ, ২০২৫, ২০২৬ এবং ২০২৭ সালের জন্য ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গবেষণার কাজে গতি আনতে অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। তত্বাবধানে থাকছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইনফরমেশন অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক। ৬,৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১.৮ কোটি শিক্ষার্থী এবং গবেষক এর ফলে উপকৃত হবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত বিকশিতভারত@২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠবে। বড় শহরগুলির পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গভুক্ত জনপদে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিও এর আওতায় আসবে। প্রকল্পটির কাজের অগ্রগতি নিয়মিতভিত্তিতে পর্যালোচনা করবে অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান-ANRF।

উচ্চশিক্ষা দফতরের হাতে থাকবে সমন্বিত "এক দেশ এক সদস্যতা" পোর্টাল। এর মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের নানান পত্রিকা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কী করণীয় সে সম্পর্কে শিক্ষা দফতর এবং প্রাসঙ্গিক নানা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অবহিত করে তুলবে।

সুন্দরবন এলাকায় জঙ্গলজীবী মৎস্যজীবীদের চক্ষু পরীক্ষা করে চারশ জনকে বিনামূল্যে চশমা দিলেন

সমতুল নস্কর {কুলতলী,সুন্দরবন, দঃ২৪ পরগনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি কাঁটামারী বালক সংঘের পরিচালনায় প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল লেপ্রসি হাসপাতালের সহযোগিতায়, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা চোখের ছানি অপারেশন, ও আজ ৪০০ জনকে বিনামূল্যে চশমা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩১৯ সংখ্যা ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ বুধবার ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

'মার্ডার হয়ে যেতে পারি'!

হুমায়ুনের আশঙ্কাকে পাত্তাই দিল না তৃণমূল, কী বললেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে এবার নিজের খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এদিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎ করে দলের একাংশের বিরুদ্ধেই তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্রের বড় অভিযোগ এনেছেন হুমায়ুন। ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের নাম উল্লেখ করে ফিরহাদ বলেন, "এই ধরনের প্রভাবশালীদের দাপটে আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে নাও থাকতে পারি। মার্ডার হয়ে যেতে পারি। কারণ, এদের তো হেভি প্রভাব। যখন দেখবে আমার মুখ বন্ধ করতে পারছে না, তখন মেরে ফেলবে।"

শাসকদলের বিধায়কের এমন আশঙ্কার কথা নিয়ে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল বিধায়ককে কলকাতা হাইকোর্টে বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরবার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "উনি যদি সত্যি নিরাপত্তা অভাব বোধ করেন তাহলে ওনাকে বলব, হাইকোর্টে যান না হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান।"

যদিও হুমায়ুনের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসকদল তৃণমূল। দলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "ওনার কোনও বক্তব্য থাকলে উনি দলের নেতাদের কাছে জানান। অকারণে বাজার গরম করার কোনও অর্থ হয় না। অবাঞ্ছিত বিষয়কে জোর করে টেনে আনা হচ্ছে।"

সম্প্রতি কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালিয়েছিল। তারপর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হুমায়ুন। এবার নিজেরই খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি।

সম্পাদকীয়

নিউজ ৯ আন্তর্জাতিক বৈঠকে বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে আয়োজিত নবম নিউজ ৯ আন্তর্জাতিক বৈঠকে আজ ভিডিও কনফারেন্সের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠককে ভারত-জার্মানি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের এক সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করছে জেনে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত। বর্তমানের তথ্যযুগে জার্মানির নাগরিকদের সঙ্গেও ওই সংবাদমাধ্যমটি যোগাযোগ স্থাপন করছে। এর ফলে, জার্মানি এবং সেখানকার জনসাধারণ সম্পর্কে জানা ও বোঝার বিশেষ সুবিধা হবে ভারতীয় নাগরিকদের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জার্মানির এফএইউ স্টুটগার্ট এবং বাডেন-রুটেমবার্গের সঙ্গে সহযোগিতায় এই বৈঠকের আয়োজক ভারতের টিভি ৯ চ্যানেলগোষ্ঠী। বৈঠকের বিষয় হল-'ভারত-জার্মানি : নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এক পথ নির্দেশিকা'। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ভারত ও জার্মানির মধ্যে এক দায়িত্বশীল সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন যে গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন বৈঠক ও সম্মেলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন, তাঁরা অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ফলপ্রসূর আলোচনার কাজ সেরে ফেলার সাথে সাথে ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কেও আলোচ্যসূচির মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারত ও জার্মানির মধ্যে সহযোগিতার পরিধি আরও প্রসারিত হতে চলেছে। শ্রী মোদী তাঁর এদিনের ভাষণে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে কৌশলগত দিক থেকে ইউরোপ এখন ভারতকে যথেষ্ট গুরুত্বের চোখে দেখছে। বিশেষত, ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু অন্যতম প্রধান অংশীদার হল ভারত, সেই কারণে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিসরও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, ২০২৪ বছরটি হল ভারত-জার্মানি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫তম বার্ষিকী যাকে নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। জার্মানির চ্যান্সেলরের তৃতীয়বারের জন্য ভারত সফর এবং ১২ বছরের ব্যবধানে দিল্লিতে আয়োজিত জার্মানির বাণিজ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। জার্মানি ইতিমধ্যেই 'ফোকাস অন ইন্ডিয়া' নামে একটি প্রামাণ্য নথিও প্রকাশ করেছে। সেখানে ভারতের জন্য দক্ষ শ্রম প্রকৌশল সম্পর্কিত একটি বিষয়ও স্থান পেয়েছে। এ সমস্ত কিছুই দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে এক বিশেষ পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, ভারত ও জার্মানির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক দীর্ঘ ২৫ বছরের। কিন্তু, দুটি দেশের মধ্যেই যোগাযোগ ও সম্পর্ক হল শতাব্দী প্রাচীন। মনে রাখা দরকার যে ইউরোপের প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের বই তৈরি করা হয়েছিল জার্মানিতে। শুধু তাই নয়, ওই দেশের ব্যবসায়ীরা ইউরোপে প্রথম তামিল ও তেলেগু ভাষায় ছাপার কাজও শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে জার্মানিতে প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয়ের বসবাস এবং ৫০ হাজারের মতো ভারতীয় ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করছেন। অন্যদিকে ভারতে ১,৮০০টিরও বেশি জার্মান সংস্থা গত ৩-৪ বছরে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অঙ্কের দিক থেকে দাঁড়িয়েছে ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগামী বছরগুলিতেও বাণিজ্যের এই গতি অপ্রতিহত থাকবে। কারণ, দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক এখন যথেষ্ট গভীর ও নিবিড়। ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম গতিতে এগিয়ে চলা এক বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর এদিনের ভাষণে। তিনি বলেন যে এর ফলে ভারতের সঙ্গে উন্নয়নের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হতে আগ্রহ দেখিয়েছে বিশ্বের অনেকগুলি দেশই। জার্মানির ফোকাস অন ইন্ডিয়া নামে যে নথিটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের কৌশলগত বিষয়গুলির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত এক দশক ধরে ভারতের সংস্কার প্রচেষ্টা তা সম্ভব করে তুলেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রচেষ্টার হাত ধরে একদিকে যেমন বাণিজ্যিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি আরও উন্নত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপও অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগুলিকে আধুনিক করে তোলার প্রচেষ্টাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জিএসটি চালু করার মাধ্যমে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ, ৩০ হাজারেরও বেশি বাধ্যবাধকতাকে তুলে দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আরও স্থিতিশীল করে তোলা আমাদের সংস্কার প্রচেষ্টারই বিশেষ ফসল। শ্রী মোদী বলেন যে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ভারতের ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভিত গঠন করে দিয়েছে যার ফলে জার্মানির সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। বড় ধরনের একটি আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে ভারত। একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমান্তরালভাবে গড়ে উঠেছে জার্মানির উৎপাদন সম্পর্কিত নিজস্ব উন্নয়ন প্রচেষ্টাও। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদকদের উৎপাদন সম্পর্কিত নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে। মোবাইল ও বৈদ্যুতিন সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত হল বর্তমানে বিশ্বের অগ্রণী একটি দেশ। এমনকি, দু'চাকার যানের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান অবস্থান এখন একেবারে প্রথম সারিতে। এক্ষেত্রে ভারতকে বৃহত্তম উৎপাদক একটি দেশ বলে বর্ণনা করলেও অত্যুক্তি হবে না। আবার, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনের দিক থেকে ভারত হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি দেশ। এ সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে একটি সুপরিচিতি নাম হয়ে উঠেছে। আবার, চার চাকার যান উৎপাদনের দিক থেকে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হল ভারত। সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পেও আন্তর্জাতিক দিক থেকে ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পরিকাঠামোর প্রসার, পরিবহণ ব্যয় হ্রাস, বাণিজ্যিক কাজকর্মের পরিবেশ সহজ করে তোলা এবং স্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই সার্বিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ব্যবহারিক, সামাজিক এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর দিক থেকেও ভারতের এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এখন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। যার ফলে, উদ্ভাবনমূলক ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। শুধু তাই নয়, ভারতে ডিজিটাল সরকারি পরিকাঠামো একদিক থেকে আবার অতুলনীয় যা ভারতকে এক বিশেষ গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যে সমস্ত জার্মান সংস্থা ইতিমধ্যেই ভারতে উৎপাদন শুরু করেছে, তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকেও এদিন স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে সমস্ত সংস্থা এখনও ভারতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম শুরু করেনি, তাদেরও আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ, এটিই হল সঠিক সময় যখন ভারতের নিরন্তর প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে দ্রুত থেকে দ্রুততর। নতুন নতুন ক্ষেত্রে ভারত ও জার্মানির সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। ভারতের মতো একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ যেভাবে বিশ্ব অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়েছে তা একটি উল্লেখ করার মতো ঘটনা। ভারতের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বের জন্য এক উন্নত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

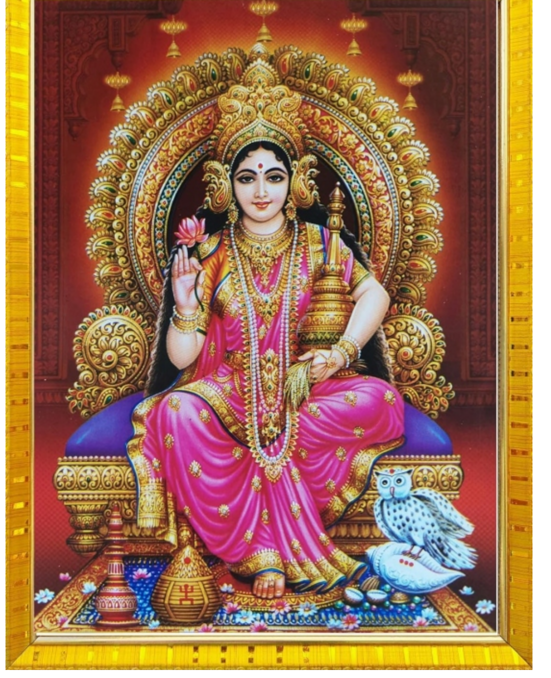

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে সব গৃহিণীদের মধ্যে নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেবী বলেছেন- আমি সে সব নারীর শরীরে নিত্য বাস করি যারা গুরুজনের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যারা গুরুভক্তিপরায়ণা, যারা পতিবাক্য কখনও অবহেলা করেন না এবং পতির ভোজনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোজন করেন, যারা পরিতুষ্টা, বীর্যশালিনী, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যবতী, সুশোভনা, লাবণ্যযুক্তা এবং প্রিয়দর্শিনী এরকম পতিব্রতা রমণীর মধ্যেই আমি বাস করি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

প্রাপ্য, তিনি দশ সহস্র কালীপুজো চালু করেছিলেন রাজ্যমধ্যে, বলা হয় (অশোক রায় ২৩৮-৩৯)। তবে কালী-উপাসনাকে একটি সহজ গণধর্মের রূপ দেওয়ার জন্য জনপ্রিয় সাধক কবি রামপ্রসাদের অসংখ্য শাক্তগীতির (এক লক্ষ শ্যামাসঙ্গীত রচেছিলেন তিনি, কথিত আছে) কাছে বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণচন্দ্র এঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক দীপান্বিতা কালীপুজো প্রচলনের কথা, এবং এই কাশীনাথের পূর্বে দীপান্বিতা কালীপুজো না থাকার কথা শশিভূষণ দাশগুপ্তও লিখেছেন (৭৫)। কিন্তু ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালীর বর্তমান মূর্তিরূপ যেমন আছে তেমনই সেখানে দীপান্বিতা কালীপুজোর বর্ণনাও পাওয়া যায়ঃ

"কালী মূর্তির এই কল্পনা কতদিনের? কিংবদন্তী এই যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নাকি এই কালীরূপের কল্পনার আদি স্রষ্টা। কিন্তু আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালীর প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কালী স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী ও মুক্তকেশী; শবরূপ মহাদেবের উপরে তাঁর আসন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চার হাতের মধ্যে দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা। তিনি সংহারকালের মত ঘন সংহারী মূর্তি নিয়ে কোটিরও বেশি পাপ বিনাশ করছেন। অন্যদিকে তাঁর দেহে নানা অলঙ্কার, মুখে হাসি, দুই ডান হাতে অভয় ও বরদানের ইঙ্গিত। অর্থাৎ আজকাল কার্তিকের অমাবস্যার রাত্রিতে কালীর যে মূর্তি পূজা করা হয়, প্রায় সেই প্রতিরূপেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বইটিতে। এই বইটিতে কালীর এই পূজা কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্তী (অর্থাৎ কার্তিকের) অমাবস্যার রাত্রিতে অনুষ্ঠানের যোগ্য বলে বলা হয়েছে। এই পূজার আগে 'দীপান্বিতা' অমাবস্যা তিথির প্রদোষকালে পার্বণ বিধি অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এবং এই উৎসব উপলক্ষ্যে দীপমালা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে - ঠিক যেমন আজকের কালীপূজার সময়ে দেখা যায়(ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৭-৮)।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে, আদিযুগের দুটি "কালী"মূর্তি কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের সুনির্দিষ্ট বিবর্তনকাল হিসেবে পালযুগকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, আমার মতে। নবম শতকের আগে ছিল না, এর পরেই কালী কাল্টের নথিবদ্ধ প্রাবল্যের সূচনা ঘটে, এমন মনে করেছেন শাক্তধর্মের ইতিহাসবিদ জে-ইউন শিন, এই প্রসঙ্গে দশম শতকের মহাকালসংহিতা নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন তিনি যেখানে কালী-কেন্দ্রিকতার ঘোষণা পরিলক্ষিত (৯৫)।

সে এক মহা মন্থনের যুগ। একের পর এক দেবতা-দেবী সেই কালসাগরে অতিকায় বুদবুদের মত উত্থিত হচ্ছেন আবার মিলিয়ে যাচ্ছেন, সে সময়টার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় তুলনীয়। সেই সমুদ্রে অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তারপর রহস্যময়ভাবে জন্ম নিচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড, এবং প্রাণের স্পন্দন শুরু হল। এ যেন সেইভাবে কালী উত্থিত হলেন, অসংখ্য মৌল ও যৌগ উপাদান অর্থাৎ দার্শনিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ধারণার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে উত্থিত মূর্তিরূপগুলোর মধ্য থেকে এলেন মা কালী। আমাদের বজ্রযানকে জানতেই হবে যদি কালীর মূর্তিরূপের উৎস জানতে চাই।

কিন্তু আদি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কালীর সংযোগ কেমন? এ প্রসঙ্গে হরিপদ চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ চিত্তাকর্ষকভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের চীনা অনুবাদে দেখা যাচ্ছে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

মহিশুরের বীর শাসক টিপু সুলতান কি হিন্দুবিরোধী ছিলেন?

থেকে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার সেনাবাহিনীর সাহস গড়ে তুলতে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে আহত হন টিপু। তিনি দুর্গের ফটকের দিকে এগোতে গেলেই একটি বুলেট তার বাম বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। তার ঘোড়াও মারা পড়ে। তার সৈন্যরা তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালকি করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটি ব্যর্থ হয়। কারণ ততক্ষণে লাশের স্তূপ হয়ে গেছে। ব্রিটিশরা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বললেও তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দি না হয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেন। এই যুদ্ধে সাধারণ সৈন্যদের মতো পায়ে হেঁটে বেশিরভাগ সময় যুদ্ধ করেছেন তিনি। কিন্তু যখন তার সৈন্যদের সাহস ভাঙতে শুরু করে, তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাহস বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেন।

তখন কিছু ব্রিটিশ সৈন্য দুর্গের ভেতরের গেট দিয়ে প্রবেশ করে এবং তাদের একজন টিপুর তলোয়ার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে টিপুর প্রায় অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। তারপরও তিনি তার তরবারি দিয়ে সেই সৈনিককে আক্রমণ করেন। তারপর একই তলোয়ার দিয়ে আরেক ব্রিটিশ সৈন্যের মাথায় আঘাত করেন।

এক পর্যায়ে টিপু সুলতান মারা যান। মৃত্যুর পরও টিপু সুলতানের চোখ ছিল খোলা। সারারাত তার মরদেহ দরবার হলে রাখা হয়। এভাবেই তার মৃত্যুর বর্ণনা উঠে এসেছে ইতিহাসবিদদের বইয়ে। পরদিন সন্ধ্যায় টিপুর ব্যক্তিগত কর্মচারীরা তার মরদেহ রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে আনে এবং জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করেন। লালবাগে বাবা হায়দার আলীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

তার জানাজায় অসংখ্য মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। গ্রেট ব্রিটেনের 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ স্কটল্যান্ড'-এ রক্ষিত নথি অনুসারে, 'জার্নাল অফ দ্য ওয়ার উইথ টিপু'-তে লেখা আছে যে যুবরাজ আবদুল খালিক তার জানাজায় ঠিক পিছনের সারিতে ছিলেন। তাদের পেছনে ছিলেন আদালতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা। যে রাস্তা দিয়ে টিপু সুলতানের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার দুপাশেই ছিল অসংখ্য মানুষের ভিড়।

তারা মাটিতে শুয়ে জানাজায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সুলতানের মৃত্যু শোকে চিৎকার করে কাঁদছিলেন। তখন পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতে টিপুর মতো রাজার মুখোমুখি হয়নি। টিপুর পর ব্রিটিশদের যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ বাকি ছিল না।

কর্ণাটকের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার কয়েক বছর আগে রাজ্যের অন্যান্য নায়কদের সাথে টিপুকে কর্ণাটকের জাতীয় নায়ক হিসাবে ঘোষণা করে এবং তার জন্মবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিক উদযাপন শুরু করে। তবে বিজেপি ও আরএসএস এর বিরোধিতা করে। তাদের মতে, রাজ্য সরকার শুধুমাত্র মুসলমানদের খুশি করার জন্য টিপুর জন্ম উদযাপন করেছে। রাজ্যের বিজেপি নেতা অনন্ত কুমার হেগড়ে বলেছেন, টিপু একজন ধর্মান্ধ শাসক ছিলেন যিনি হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছিলেন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তিনি বলেন, 'টিপু বীর নয়, হাজার হাজার হিন্দুর খুনি ছিলেন।'

টিপুর সাম্রাজ্যে হিন্দুরা ছিল প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ। টিপু সুলতান ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তনম, মহীশুর এবং রাজ্যের অন্যান্য অনেক জায়গায় মন্দিরের জন্য জমি দিয়েছিলেন। তার নিজের প্রাসাদের প্রবেশপথ থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে এক বিশাল মন্দির অবস্থিত।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদে প্রভাবিত অনেক বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাসবিদ টিপুকে এক নিষ্ঠুর এবং হিন্দু বিরোধী শাসক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। কর্ণাটকের ড. চাঁদানন্দ মূর্তি, কন্নড় ভাষায় টিপু সুলতানকে নিয়ে লেখা বই 'টিপু ইন কান্নাড়া'-তে লিখেছেন যে তিনি খুবই ধূর্ত শাসক ছিলেন। তিনি মহীশুর রাজ্যের মধ্যে তার হিন্দু প্রজাদের উপর কোনো অত্যাচার করেননি এবং তাদের উপাসনালয়েরও ক্ষতি করেননি।

কিন্তু নিজ রাজ্যের বাইরে কেরালার উপকূলীয় কুর্গ অঞ্চল এবং মালাবার অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে তিনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালান। মূর্তি লিখেছেন, তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, নির্দয় ও ধর্মান্ধ এক শাসক। তিনি ছিলেন একজন জিহাদী। তিনি হাজার হাজার হিন্দুকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেছিলেন। 'টিপু ইন কান্নাড়া' শীর্ষক বইতে আরো বলা হয়েছে, "টিপু তার ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করতেন, যেখানে মূর্তি পূজারীদের হত্যা করতে বলা হয়েছে।"

ইতিহাসবিদ রবি ভার্মা, টিপু সুলতানের উপর রচিত তার প্রবন্ধে লিখেছেন: "কেরালায় টিপুর সামরিক অভিযান সম্পর্কে একাধিক প্রামাণ্য নথি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মহীশুরের টিপু সুলতান একজন ধর্মান্ধ মুসলিম নিপীড়ক ছিলেন যিনি কেরালায় শত শত মানুষকে হত্যা করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের বহু মন্দির ধ্বংস করেছেন, জোরপূর্বক বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছেন এবং হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার চালিয়েছেন।"

রবি ভার্মা বেশ কয়েকটি মন্দিরের তালিকাও দিয়েছেন যা টিপু সুলতান ধ্বংস করেছিলেন বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু ইতিহাসের অধ্যাপক বি. শেখ আলী, যিনি টিপুকে নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি বলেছেন যে এই দাবির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তার মতে, অত্যাচারী শাসক হিসেবে টিপুর নতুন ভাবমূর্তি ইতিহাসের চেয়ে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা বেশি প্রভাবিত।

তিনি বলেছেন: 'মুসলমানরা যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন তারা নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করেছে, ব্রিটিশরা আসার পর তাদের মতো করে ইতিহাস লিখেছে। এখন দল পাল্টেছে তাই নেতারা চায় নিজেদের মতো ইতিহাস পরিবর্তন হোক। তারা ইতিহাস বিকৃত করতে চায়।' অধ্যাপক আলী বলেন, ইতিহাসকে তার সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বস্তুনিষ্ঠভাবে বুঝতে হবে।

দেশের পরিবর্তিত রাজনীতিতে ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা হচ্ছে। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে চেষ্টা হচ্ছে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে টিপু সুলতানের মতো অতীতের শাসকদের মুছে দিতে বা তাকে একজন হিন্দুবিরোধী, অত্যাচারী শাসক হিসেবে চিত্রিত করতে।

৩ পাতার পর

সুন্দরবন এলাকায় জঙ্গলজীবী মৎস্যজীবীদের চক্ষু পরীক্ষা করে চারশ জনকে বিনামূল্যে চশমা দিলেন

ছিলেন মাননীয় মিঃ রাজীব পাঁজা {সি এ} মিঃ পার্থ সাহা, মিঃ অমিত গুহ রায়, মিঃ গৌতম সরকার মহাশয়।

এর আগে গত ১০ নভেম্বর মানিকতলার প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল ল্যাপ্রসি হাসপাতালের ম্যানেজার মাননীয় মলয় বাবুর ব্যাবস্থা পনায় কাঁটামারী বালক সংঘের স্কুলে ৪০০ অধিক মানুষ চক্ষু পরীক্ষা করেন। ও ৫০ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ে,এবং তার মধ্যে ১৯ জন প্রেমানন্দ হাসপাতালের খরচে কাঁটা মারি থেকে মানিকতলা প্রেমানন্দ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দেন কাঁটামারী বালক সংঘ। আজ ২৬ শে নভেম্বর বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করেন। এই চশমা পেয়ে এলাকার অসহায় গরিব মানুষরা খুবই খুশি, ও এত ভালো পরিষেবা আর অন্য কোথাও পায়নি বলে রোগীরা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখকে হত্যার হুমকি, আরও যা জানা গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহু বছর ধরেই লরেন্স বিষ্ণোই'র নিশানায় সালমান খান। একাধিক বার হত্যার হুমকিও পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যেই খুনের হুমকি আসে শাহরুখ খানের কাছেও। মুম্বাই পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ফয়জান খান নামে এক ব্যক্তির থেকে এই হুমকি আসে।

পেশায় আইনজীবী এই ব্যক্তিকে রায়পুর থেকে ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ছত্তীসগঢ়ের এই ব্যক্তি নাকি শাহরুখ সম্পর্কে নানা রকমের তথ্য জোগাড় করছিলেন বেশ কিছু দিন ধরেই। শুধু শাহরুখই নয়, তার নিরাপত্তারক্ষীদের সম্পর্কেও নানা তথ্য ছিল তার কাছে। এমনকি, এই ব্যক্তির নিশানায় ছিলেন শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানও। নিয়মিত আরিয়ান কোথায় যান, কী করেন, সব কিছুর উপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন তিনি।

ইন্টারনেট ব্যবহার করেই শাহরুখ ও আরিয়ানের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ধৃত ব্যক্তি। ফয়জানের থেকে বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখেই বিষয়টি জানতে পারে তদন্তকারী পুলিশ। সেই মোবাইলের ফোনের 'হিস্ট্রি' বলে দিয়েছে, শাহরুখ ও আরিয়ানের ব্যাপারে কীভাবে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

কেন শাহরুখ ও আরিয়ানের উপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন, এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে ধৃত কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বান্দ্রা পুলিশের কাছে শাহরুখের উদ্দেশে প্রথম হুমকি ফোনটি আসে। ফয়জান নাকি একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে বান্দ্রা পুলিশের ল্যান্ডলাইন নম্বর জোগাড় করেছিলেন। গত ৩০ অক্টোবর একটি ফোন কেনেন তিনি। সেই ফোন ব্যবহার করে পরের দিনই হুমকি দেন ফয়জান।

যদিও ফয়জান খান নামের ওই আইনজীবীর দাবি, কিছু দিন আগেই তার ফোন চুরি হয়। তাই তার ফোন নিয়ে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছেন, তা তিনি জানেন না বলে দাবি করেছেন তিনি। ধৃতের বয়ান খতিয়ে দেখলেও তার সত্যতা এখনও খুঁজে পায়নি মুম্বাই পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত আইনজীবী বিশ্নোই সম্প্রদায়েরও ঘনিষ্ঠ।

'আপত্তিকর' মন্তব্য করায় অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তেলেগু ভাষাভাষীর মানুষদের নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দক্ষিণী সিনেমার অভিনেত্রী কস্তুরি শঙ্করকে। ১৬ নভেম্বর ভারতের হায়দরাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় 'অন্নমায়া' খ্যাত এই অভিনেত্রীকে।

গত ৩ নভেম্বর তামিলনাড়ুর এক জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার সময়ে 'ইন্ডিয়ান' অভিনেত্রী কস্তুরি শঙ্কর বলেছিলেন, 'তেলেগু জনগণ সেই গণিকাদের বংশধর, যারা প্রাচীনকালে রাজাদের সেবা করতেন।'

অভিনেত্রী কস্তুরির এ বক্তব্যের পর তেলেগু জনগণের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তামিল নাড়ুর বিজেপি নেতা ডা. পোজ্ঞুলেতি সুধাকর জোরালো প্রতিবাদ করেন এবং ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। এরপর চেন্নাইয়ের এগমোর থানায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়।

পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে পুরো ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন কস্তুরি। এ বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'তেলেগু ভাষাভাষীদের হৃদয়ে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এ বক্তব্য দিইনি। কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করছি।'

মামলা হওয়ার পর মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ৫০ বছর বয়সি অভিনেত্রী কস্তুরি শঙ্কর। তবে তার সেই আগাম জামিন আবেদন খারিজ করে দেন আদালত। পাশাপাশি আদালত বলেন 'উনার মতো পরিচিত মুখদের প্রকাশ্যে কোনো কথা বলার আগে দুইবার ভাবা উচিত। অভিনেত্রী নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও আন্তরিক ছিল না।'

রাশমিকার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন বিজয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা গুঞ্জন রয়েছে। বিশেষত অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন বেশ কিছুদিন ধরেই শিরোনামে। যদিও এখন পর্যন্ত কেউই সরাসরি তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলেননি। তবে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিজয় দেবেরাকোন্ডা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। এখানে তিনি তাঁর সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি, তবে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি বর্তমানে প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন। বিজয় বলেন, 'এখন আমি একা নই। আমার জীবনে একজন বিশেষ ব্যক্তি আছেন, তবে তাঁর নাম আমি প্রকাশ করতে চাই না।' এই বক্তব্যের পর বিজয়ের ভক্তদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন শুনে আসছিলেন।

সেই সাক্ষাৎকারে প্রেমের বিষয়ে বিজয় বলেন, 'নিঃশর্ত ভালোবাসা একটি রোমান্টিক অনুভূতি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, ভালোবাসা কখনোই নিঃশর্ত নয়। ভালোবাসা আসে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে। তবে আমি জানি, ভালোবাসা অনুভব করার মুহূর্তে কী হয়, সেটা আমি অনুভব করেছি।'

এ ছাড়াও তিনি বিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলেন, 'আমি মনে করি না যে আমার ক্যারিয়ারের মাঝখানে বিয়ে হওয়া সম্ভব। তবে নারীদের জন্য এটি একটু কঠিন হতে পারে, কারণ পেশাগত জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকে সামলানো সহজ নয়।'

বড় পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে স্বস্তিকা-নুসরাত-শ্রাবন্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ওপার বাংলায় বড় পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেখা যাবে স্বস্তিকা মুখার্জি, নুসরাত জাহান ও শ্রাবন্তী চ্যাটার্জিকে। পরিচালক রাজশ্রী দের হাত ধরে আসতে চলেছে 'ও মন ভ্রমণ' ছবি। ছোটবেলার চার বন্ধুর স্কুল শেষের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, আবার সময়ের চক্রে মুখোমুখি হওয়া। জীবনের নানা ওঠাপড়া নিয়েই ছবির গল্প। তবে ছবিতে একটা দারুণ চমক রয়েছে। আসলে গল্পটা তিন নয় চার নারীকে নিয়ে, আর এই চতুর্থ নারীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী তথা কাউন্সিলর অনন্যা ব্যানার্জি। স্কুল শেষের পর চার বন্ধুর আর কখনও দেখা হয়নি, নানা জটিলতায় তাদের একসাথে পথচলা থেমে গিয়েছিল। ছবিতে নুসরাত জাহানের চরিত্রের নাম শ্রুতি, বিজনেস টাইকুন মনীশ সিংয়ের ঘরণী তিনি। সেই কোম্পানিতেই কর্মরত নন্দিনী অর্থাৎ স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, অদ্রিজার চরিত্রে অভিনয় করবেন শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি যিনি রুলিং পার্টির এমএলএ। অনন্যা অনন্যা এই ছবিতে একজন সাংবাদিকের ভূমিকায় রয়েছেন। এই চারজন ছাড়াও ছবিতে তারকার মেলা। রাজশ্রী দে পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে জুন মালিয়া, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিকসহ আরও অনেককে।

এক গান গাইতেই ১০ বছর সময় লেগেছিল এই গায়িকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার সংগীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী। 'চতুষ্কোণ' ছবির বসন্ত এসে গেছে গানটি গেয়ে ঝড় তুলেছিলেন এই গায়িকা। তবে লাইভ শো-তে গায়িকার গান হামেশাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কটাক্ষ করে বলা হতো, তার গান নাকি বেসুরে!

তবে নিজেকেও বেসুরে গায়িকা হিসেবে মনে করেন লগ্নজিতা। এবার সে বিষয় নিয়ে মন খুলে কথা বললেন গায়িকা।

সম্প্রতি সামজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দেন লগ্নজিতা। এই গায়িকা লেখেন, ওআমি ছোটবেলা থেকে কখনও রেওয়াজ করিনি। বাবা, গুরুরা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনোভাবে হয়নি। ২০১৪ থেকে পেশাদারভাবে গাইতে শুরু করলাম। তখন একটু রেওয়াজ করতাম, কিন্তু ওই একটু আধটু।

লগ্নজিতা লেখেন, 'সেগুলো শুনতে শুনতে উপলব্ধি করলাম আমি কী অত্যন্ত খারাপ গাই। হাজার বেসুরো নোটস, অসংখ্য স্ট্যান্ডিং নোটস, টেল ড্রপস, শ্বাস নেওয়ার সমস্যা, আরও কত্ত কী!'

এই গায়িকা লেখেন, 'আর অবাক হয়ে দেখতাম, আমরা সিনিয়র, জুনিয়র বা কলিগ সবাই কত্ত সুরে গায় আমার থেকে। এই ফ্যাসট্রেশন থেকে নিজের গানের ভিডিও দেখাই ছেড়ে দিলাম। কেউ চালালেও বিরক্ত হতাম। কারণ বেসুরো (নোট) গুলো আমার কানে ধামসা-মাদলের মতো বাজতো।

করোনার সময় সংগীতচর্চায় মন দেন লগ্নজিতা। কিন্তু কোনো উন্নতি না হওয়ায় রাগ করে রেওয়াজও ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকদিন- সেই পোস্টে উল্লেখ করেন গায়িকা।

এরপর লগ্নজিতা জানালেন, বাবা-মা'র কাছে এই প্রথম গায়িকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন লগ্নজিতা। পোস্টে লগ্নজিতা উল্লেখ করেন, একটা অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর একটা গান গাওয়ার ছিল। বাবা-মাও ছিলেন শ্রোতা হিসাবে। ভিডিও তিনবার পরপর শুনলাম। আর অদ্ভুতভাবে একটাও বেসুরো খুঁজে পেলাম না। ২০১৪ থেকে শুরু করেছিলাম, ২০২৪ হয়ে গেল একটা পুরো গান সুরে গাইতে। ১০ বছর। আজ মা-বাবা প্রথমবার আমাকে শিল্পী হিসেবে স্বীকার করলেন। বললেন, আজ তোমার একটাও ভুল হয়নি।'

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি;
পাকিস্তানে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস ট্রফি বর্তমানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচিতে। ২৬ নভেম্বর আফগানিস্তান সফর দিয়ে শুরু হবে ট্রফিটির বিশ্ব ভ্রমণ। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে ঘোরাঘুরি চলমান থাকলেও টুর্নামেন্টটি কবে মাঠে গড়াবে, সেটিই এখনো ঠিক হয়নি। ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাবে না বলে দেওয়ার পর এ নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে আইসিসির একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে বলে খবর দিয়েছে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক না হওয়া সফরটি আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে হতে পারে।

প্রাথমিক সূচি অনুসারে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। সময় তিন মাসের কম বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত সূচি প্রকাশ করতে পারেনি আইসিসি। কারণ, ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানিয়েছে, সরকার পাকিস্তানে ক্রিকেট দল পাঠাতে রাজি নয়। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিলে অথবা হাইব্রিড মডেলে কিছু ম্যাচ অন্য দেশে আয়োজন করলে ভারত খেলবে বলে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়।

তবে গত বছর এশিয়া কাপের বেলায় হাইব্রিড মডেল মেনে নিলেও পাকিস্তান এবার পুরো টুর্নামেন্ট নিজ দেশে আয়োজন করতে অনড়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভি এরই মধ্যে হাইব্রিড মডেলের সম্ভাবনা নাকচও করে দিয়েছেন। পাকিস্তান এখন ভারতকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সব ম্যাচ আয়োজন এবং ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইসিসির কাছে ভারতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে পিসিবি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে চিঠি পাঠানোর পর এরই মধ্যে সপ্তাহও পেরিয়ে গেছে, পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এমন অবস্থায় আইসিসির কর্মকর্তারা পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন বলে খবর দিয়েছে জিও সুপার ও ক্রিকেট পাকিস্তান।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্রের বরাতে দেওয়া খবরে অবশ্য এটিও বলা হয় যে, প্রতিনিধিদলের সফর বিষয়ে আইসিসি থেকে পিসিবির সঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি। তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সফরটি হবে বলে জানিয়েছে ওই সূত্র। ক্রিকেট পাকিস্তানের খবরে আরও বলা হয়, আইসিসির প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফরে যাওয়ার আগে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলবে। সেটি হওয়ার কথা বৃহস্পতিবারেই।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে দ্রুত সমাধানে আসা দরকার আইসিসির নিজের স্বার্থেই। এরই মধ্যে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজক ও সূচি বিষয়ে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই যেহেতু আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস, দুই দলের মুখোমুখি ম্যাচ নিয়েও নিশ্চিত হতে চায় সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান। অবশ্য প্রাথমিক সূচি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান এক গ্রুপেই আছে। গ্রুপ 'এ'-তে এই দুই দলের সঙ্গে আছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। আর 'বি' গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

রোনালদোর অতিথি হয়ে
আসছেন 'মিস্টারবিস্ট'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন পর্ব ইন্টারনেট 'ভাঙতে' যাচ্ছে। এরপর থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছে কে হতে যাচ্ছেন রোনালদোর ইউটিউব চ্যানেলের নতুন অতিথি। এমন ঘোষণার পর অধিকাংশ মানুষই ধরে নিয়েছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিই হতে যাচ্ছেন সেই অতিথি। তবে মেসি নয়, পর্তুগিজ মহাতারকার চ্যানেলে অতিথি হয়ে আসছেন বিশ্বের শীর্ষ ইউটিউবার 'মিস্টারবিস্ট'। তিনিও নেট দুনিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়।

'মিস্টারবিস্ট' নামে বেশি পরিচিত হলেও তার আসল নাম জেমস স্টেফেন ডোনাল্ডসন। যার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৩৩১ মিলিয়নের বেশি। ইউটিউবে এই চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা সর্বোচ্চ, ভিডিও আছে আটশোর বেশি। প্রায় ২৭৯ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে টি-সিরিজ। দুশো মিলিয়নের বেশি সাবস্ক্রাইবার আর কারো নেই।

মিস্টারবিস্টের অতিথি হওয়ার ঘোষণাটি রোনালদো নিজেই দিয়েছেন। নিজের চ্যানেলে ও ইন্টারনেটে ভাঙতে আমি সাক্ষাৎ করছি মিস্টারবিস্টের সঙ্গে শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান প্রিমিয়ার করে রেখেছেন আল নাসের ফরোয়ার্ড। আজ রাত ৮টায় রোনালদো-বিস্টের আলাপন ইউটিউবে প্রচারিত হবে বলে জানা গেছে।

গত আগস্টে ইউটিউব দুনিয়ায় পা রাখা রোনালদোর সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। চ্যানেল খোলার প্রথম ৯০ মিনিটের মধ্যেই তার সাবস্ক্রাইবার ১ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়, এখন যা ৬৮ মিলিয়নের ঘরে। সব প্লাটফর্ম মিলিয়ে ৯০০ মিলিয়নের বেশি অনুসারী পর্তুগিজ ফুটবলারের। এর মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ৬৪৩, ফেসবুকে ১৭০ ও টুইটারে অনুসারী ১১৩ মিলিয়ন।

আগামী বছর কেরালায় খেলবে
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছর ভারতের কেরালায় খেলতে আসছেন লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধানী আর্জেন্টিনা। বুধবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন কেরালার প্রাদেশিক সরকার।

সংবাদ সম্মেলনে এ সম্পর্কে প্রদেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দু রাহিমান বলেছেন, 'বিশ্বের এক নম্বর দল আর্জেন্টিনার সাথে লিওনেল মেসি কেরালায় আসছেন। এই হাই-প্রোফাইল ফুটবল ইভেন্টটি আয়োজনের জন্য সমস্ত আর্থিক সহায়তা রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করবে।'

এরপর রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী পিনারাভি ভিজায়ান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সম্পর্কে পোস্টে লিখেছেন, 'আগামী বছর ফিফা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার ভারতে আসার কথা রয়েছে। এর মাধ্যমে কেরালা ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য প্রাদেশিক রাজ্য সরকারের ভূমিকা অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।'

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ম্যাচ সংক্রান্ত সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরেই আর্জেন্টিনা দলকে এখানে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ঐ সময় আর্জেন্টিনাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আনার থেকে ভারতীয় ফুটবলার ও এখানকার ফুটবলীয় অবকাঠামোর উন্নতিতে অর্থ ব্যয় করা নিয়ে দ্বিমত তৈরী হয়। এখনো অবশ্য চূড়ান্ত কোনো তারিখ কিংবা প্রতিপক্ষ নিয়ে কোনো ঘোষণা আসেনি। আর্জেন্টিনার কাছ থেকেই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আশা করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন বহুল আকাঙ্খিত এই ম্যাচটির সম্ভাব্য ভেন্যু হতে পারে কোচির নেহরু স্টেডিয়ামে। কার্যত যে স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা আনুমানিক প্রায় ৫০ হাজার সেখানেই ম্যাচটি আয়োজনের লক্ষ্যস্থির করেছে রাজ্য সরকার।

আইপিএলের মেগা নিলামে
কোন দল, কত খরচ করতে পারবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের আসন্ন আসরের মেগা নিলাম আগামী ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হবে। এই মেগা নিলামে ৫৭৪ জন ক্রিকেটারের নাম উঠবে। এর মধ্যে ৩৬৬ জন ভারতীয় এবং ২০৮ জন বিদেশি ক্রিকেটার রয়েছেন। ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টুর্নামেন্টটির মেগা নিলামে বিদেশিদের তালিকায় ১২ জন বাংলাদেশিও আছেন।

আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিলাম থেকে সর্বোচ্চ ২০৪ জন ভারতীয় ও ৭০ জন বিদেশি ক্রিকেটারকে কেনার সুযোগ পাচ্ছে। যদিও নিলামের আগেই দল তৈরিতে নেমে পড়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। ১০ দলের কেউ কেউ ছয়জন ক্রিকেটার, আবার কেউ দু'জনকে ধরে রেখেছে।

গেল আসরের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা তাদের অধিনায়ক শ্রেয়াস আয়ারকেই ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আবার অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে রিটেইন করেছে। তবে রিটেনশনে কোন দল কত টাকা খরচ করল? আর নিলামেই-বা কত টাকা নিয়ে নামবে? চলুন একনজরে দেখে নেই: পাঞ্জাব কিংস: ১১০ দশমিক ৫ কোটি খরচ করতে পারবে। রিটেইন করতে ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচ করেছে পাঞ্জাব।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু: তিনজন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে বেঙ্গালুরু। সবমিলিয়ে মোট ৩৭ কোটি টাকা খরচ করেছে দলটি। নিলামে ৮৩ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে।

দিল্লি ক্যাপিটালস: চার ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে দিল্লি। তবে গত আসরের অধিনায়ক ঋষভ পান্তকে ছেড়ে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ৭৩ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে তারা। চার জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে দিল্লির ৪৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

লখনৌ সুপার জায়ান্টস: লোকেশ রাহুলকে ছেড়ে দিয়েছে লখনৌ। এরপরও পাঁচজনকে ধরে রেখেছে তারা। এতে তাদের ৫১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। নিলামে ৬৯ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে।

গুজরাট টাইটান্স: অধিনায়ক শুভমান গিলকে রেখে দিয়েছে গুজরাট। তবে আফগান অলরাউন্ডার রশিদ খানকে রাখেনি দলটি। সবমিলিয়ে মোট ৫১ কোটি টাকা খরচ করেছে তারা। মেগা নিলামে ৬৯ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে।

চেন্নাই সুপার কিংস: পাঁচ জনকে ধরে রেখেছে চেন্নাই। সেই তালিকায় মহেন্দ্র সিং ধোনিও আছেন। তারা ৫৫ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স: ৬ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে কলকাতা। মোট খরচ হয়েছে ৬৯ কোটি টাকা। আর ৫১ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে কেকেআর।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: পাঁচ জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে হায়দরাবাদ। তাদের মোট খরচ ৭৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া নিলামে ৪৫ কোটি টাকা খরচের সুযোগ আছে দলটির।

মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স: পাঁচ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে মুম্বাই। গতবার আইপিএলে শেষ দল ছিল তারা। ৪৫ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে তারা।

রাজস্থান রয়্যালস: ৬ ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে রাজস্থান। এই তালিকায় সাঞ্জু স্যামসন এবং যশস্বী জয়সওয়ালও আছেন। মোট খরচ করেছে ৭৯ কোটি টাকা। আর খরচ করতে পারবে ৪১ কোটি টাকা।

পাকিস্তান দলে ফিরতে ফখরকে
কী শর্ত দিলেন কোচ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর পাকিস্তান দল ফখর জামানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কিন্তু সহজেই দলে ফেরা হচ্ছে না এই বাঁহাতি ব্যাটারের। দলে ফিরতে তাকে ফিট থাকতে হবে বলে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের কোচ আকিব জাভেদ।

টি-টোয়েন্টিতে দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার ফখর। তাকে বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেনি পাকিস্তান। ফলে, আবারও তার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে পিসিবিকে। ফখরকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে দলে ফেরানো হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন আকিব। পাকিস্তান কোচের ভাষ্য, "ফখর যদি পুরোপুরি ফিট থাকে, অবশ্যই তাকে দলের বিবেচনায় রাখা হবে।"

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান ক্রিকেটের ভেতরের অবস্থা এলোমেলো। এর মাঝেই ক'দিন আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাবর আজমকে দল থেকে বাদ দেন নির্বাচকরা। সেই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ফখর। এরপর তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় পিসিবি। সেটার জবাব না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেই বাদ পড়তে হয় ফখরকে। এক টুইট বার্তায় ফখর লিখেছিলেন, "বাবরকে দল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক। ২০20 সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত কোহলির গড় অনেক কম ছিল, ভারত তো তাকে বাদ দেয়নি। আমরা যদি পাকিস্তানের সেরা ব্যাটারকে বাদ দিয়ে দেই, ব্যাপারটা নেতিবাচক বার্তা দেয়।"

২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শিরোপা জিতে পাকিস্তান। সেই আসরে দারুণ ব্যাটিং করেছিলেন ফখর। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে খেলেন ফখর ১০৬ বলে ১১৪ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস।

কবে বিশ্বকাপ জিতবে
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল, জানালো এআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার। সাম্প্রতিক সময়ে যেকোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী জানতে চ্যাটজিপিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলেজেন্সের কাছে নানান বিষয়ে জানতে চায় মানুষ। এমনই কৌতূহল নিয়ে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ফের কবে ফিফা বিশ্বকাপ জিতবে, তা চ্যাটজিপিটির কাছে জানতে চাওয়া হয়। আর উত্তর দেখেও যেকারোর চোখ কপালে উঠবে।

কাতার বিশ্বকাপ থেকেই ধুঁকছে ব্রাজিল। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও শেষটা রঙিন হয়নি সেলেসাওদের। ভেনেজুয়েলার পর উরুগুয়ের সঙ্গেও নিজেদের মাঠে ড্র করেছে তারা। টানা দুই ড্রয়ে টেবিলের পাঁচে নেমে গেছে দলটি। ১২ ম্যাচে ৫ জয় আর তিন ড্রয়ে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট ১৮। তাই সরাসরি তাদের বিশ্বমঞ্চে খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছে।

অন্যদিকে বেশ ভালো অবস্থানে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কনমেবল অঞ্চলের টেবিলে শীর্ষে মেসির দল। এমন পরিস্থিতিতে এই দুই দেশ কবে বিশ্বকাপ জিতবে, এমন প্রশ্নের জবাবে চ্যাটজিপিটি জানিয়েছেন, ২০৩০ বিশ্বকাপ ঘরে তুলবে ব্রাজিল। আর আর্জেন্টিনা ২০৩৪ বিশ্বকাপ ঘরে তুলবে।

এর মানে হলো, ২০৩০ সালে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে হেক্সা পূরণ হবে সেলেসাওদের। অন্যদিকে কাতারের পর ফের এশিয়ায় বিশ্বকাপ শিরোপা উঁচিয়ে ধরবে আর্জেন্টিনা। তাহলে ২০২৬ বিশ্বকাপ কে জিতবে, এমন প্রশ্নে চ্যাটজিপিটি জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ জিতবে ফ্রান্স। এদিকে এখনও ২০৩৮ ও ২০৪২ বিশ্বকাপের আয়োজক কারা, তা এখনও জানা যায়নি। তবে চ্যাটজিপিটি জানিয়েছে, ১৯৬৬ সালের পর ইংল্যান্ড ফের বিশ্বকাপ জিততে যাচ্ছে। এ ছাড়া ইউরোপের পরাশক্তি এবং চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ২০৪২ বিশ্বকাপ জিতবে।

মেসিদের লিগে দল কিনলেন মাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল থেকে এখনও অবসর নেননি স্পেনের হুয়ান মাতা। এরমধ্যেই নতুন এক অধ্যায় শুরু করেছেন তারকা মিডফিল্ডার। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল সান ডিয়েগো এফসির মালিকানার কিছু অংশ কিনে নিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী স্প্যানিশ এই উইঙ্গার।

লিওনেল মেসির সৌজন্যে মেজর লিগ সকার এখন ফুটবল বিশ্বের খবরের শিরোনামে উঠে আসে নিয়মিতই। মেসির ইন্টার মায়ামি অবশ্য নিয়মিত মৌসুমে খেলে থাকে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে। স্যান ডিয়োগো এফসি আগামী মৌসুম থেকে খেলবে ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে। দুই কনফারেন্সের শীর্ষ ৯টি করে দল নিয়ে পরে আয়োজিত হয় প্লেঅফ সিরিজ, যেখান থেকে নির্ধারিত হয় লিগের শিরোপা। মাতা এখন খেলছেন অস্ট্রেলিয়ান লিগের দল ওয়েস্টার্ন সিডনি ওয়ান্ডারার্সের হয়ে। স্যান ডিয়েগো এফসির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি রোমাঞ্চিত।

মেসির দল ইন্টার মায়ামির স্বত্বাধিকারীদের একজন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেকহ্যাম।

স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য মাতা ক্লাব ফুটবলে খেলেছেন ভালেন্সিয়া, চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ক্লাবে। ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার অবশ্য মেজর লিগ সকারে যুক্ত হওয়ার আগেই বিনিয়োগ করেছেন ফরমুলা ওয়ানের দল আলপাইন রেসিংয়ে।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR